যুগান্তর

MAR. 01 2002

পৃষ্ঠা

মাওলানা একেএম মাহবুবুর রহমান

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য

দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীর আন্দোলন, সংগ্রাম, জেলজুলুম, ও রাজপথে তাজারক্ত ঢেলে দেয়ার বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।। দেশের শতকরা ৯০ ভাগ জনগোষ্ঠী মুসলমান। এদেশের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা হবে মুসলমানদের ঈমান-আকিদাভিত্তিক- এটাই স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত।

ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার দীপ্ত শপথ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করবে এটাই জাতীয় প্রত্যাশা। রাসূলে খোদার ঘোষিত ফরজ ইলম তথা 'আয়াতে মুহকামা, সুন্নাতে কায়েমা, ফারিদায়ে আদেলা বা আল্লাহর কালাম, প্রতিষ্ঠিত সুন্নাত ও যুগের চাহিদা মিটাতে সক্ষম এমন সব জ্ঞান' অর্জনের কেন্দ্র হবে এ বিশ্ববিদ্যালয়- এটাই কাম্য। কিন্তু এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যখন চ্যান্সেলর, ভাইস চ্যান্সেলর সহকর্মকর্তারা কাফের-বেদ্বীনদের দেয়া ডিজাইনের গাওন পরে মঞ্চে আসেন, ধর্মাবলম্বী শিক্ষক ইসলাম পড়ানোর জন্য নিয়োগ পান, তখন মনে হয় জীবনের অত্যন্ত মূল্যবান সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় করে এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করে বোধ হয় গুনার কাজই করেছি।

> ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ, শিক্ষকদের লেবাস-পোশাক, আচার-আচরণ, তৌহিদের পতাকাবাহী চিন্তা-চেতনা রাসূলে খোদার সুন্নাতের বাস্তব নমুনা স্থাপনে তথা সার্বিক ক্ষেত্রে আদর্শ স্থাপন করবে এটাই জাতীয় প্রত্যাশা। ইসলামী দর্শন, ফিকাহ তথা আইনশাস্ত্র, প্রশাসন, আচরণ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও আধুনিক বিজ্ঞানের সব শাখা ঢেলে সাজানো হবে মহাগ্রন্থ আল-কোরআন ও রাসূলের হাদিসের আয়নায়।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ, শিক্ষকদের লেবাস-পোশাক, আচার-আচরণ, তৌহিদের পতাকাবাহী চিন্তা-চেতনা রাসূলে খোদার সুন্নাতের বাস্তব নমুনা স্থাপনে তথা সার্বিক ক্ষেত্রে আদর্শ স্থাপন করবে এটাই প্রত্যাশা। ইসলামী দর্শন, ফিকাহ তথা আইনশাস্ত্র, প্রশাসন, আচরণ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও আধুনিক বিজ্ঞানের সব শাখা ঢেলে সাজানো হবে মহাগ্রন্থ আল-কোরআন ও রাসূলের হাদিসের আয়নায়। যেখান থেকে বের হবে ঈমান, আমল-আখলাকে রাসূল প্রেমে হযরত আবু বকর (রাঃ), প্রশাসনে হযরত ওমর (রাঃ), দানশীলতা ও বদন্যতায় হযরত ওসমান (রাঃ), জ্ঞান-বিজ্ঞানে ইলমের শহর হযরত আলী (রাঃ), বীরত্বে আমীরে হামযা (রাঃ), শহীদে কারবালা হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ), রণকৌশলে খালিদ-বিন-ওয়ালিদ (রাঃ), মুসা, তারিক, সালাউদ্দিন আয়ুবী (রহঃ) আধ্যাত্মিকতা ও বিজ্ঞানের সঙ্গে সমন্বয়কারী ইমাম জাফর সাদেক (রহঃ)। বিজ্ঞানে আলবেরুনী, আলরাজী, ইবনেসিনা, ফারাবী, দর্শনে ইমাম গাজ্জালী, আলকিন্দির মতো ব্যক্তিত্ব। আধ্যাত্মিক সাধনায় আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ), খাজা মাঈনুদ্দিন চিশতী (রহঃ) মুজাদ্দেদে আলফে সানী (রহঃ), শাহজালাল, খানজাহান, শাহ মাখদুম, মাহী সওয়ার ও শাহ আলী বাগদাদী (রহঃ)-এর মতো সর্বজন শ্রদ্ধেয় বুজুর্গ মনীষী। কোরআন, সুন্নাহ ও ফিকাহের যুগোপযোগী জ্ঞান, প্রশাসনিক যোগ্যতা ও রুহানী তথা আধ্যাত্মিক বাস্তব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এক একজন দিগপাল বেরিয়ে আসবেন এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। যারা হবেন আপসহীন মর্দে মুজাহিদ। মানবতার কল্যাণে, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায়, অর্থনৈতিক মুক্তি সাধনে যারা হবেন অগ্রপথিক। দিনের বেলায় যারা জেহাদের ময়দান সিক্ত করবেন তাজা রক্ত দিয়ে আর রাতের বেলায় তাদের তাহাজ্জুদের মুসাল্লা ভিজাবে আল্লাহ প্রেমের অশ্রুতে। এর জন্য প্রয়োজন একজন মর্দে মুমিন। যিনি এ কাজটি করার জন্য নিজের জীবনকে বিলিয়ে দেবেন। যার প্রতিটি কাজ হবে আপসহীন। আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে তিনি করবেন না ভয়। তার নেতৃত্বে অবিরাম কাজ করে যাবেন একদল ঈমানদার মুত্তাকি শিক্ষক-শিক্ষিকা ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা। এর জন্য প্রয়োজন একটি স্বচ্ছ-সুন্দর কারিকুলাম, সিলেবাস, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা। এককালের বাগদাদের নেজামিয়া মাদ্রাসা, মিসরের জামে আজহার, ইউরোপের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকে দেখলে সবাই শ্রদ্ধা ও সম্মানে স্থান ছেড়ে দিত, এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের সঙ্গে পরিচিত হওয়া ও তাদের সান্নিধ্য লাভকে নিজের জীবনের জন্য গৌরব মনে করত, আমাদের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে সে মানে উন্নীত করা মোটেই কঠিন নয়। প্রয়োজন বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও সময়োপযোগী উদ্যোগ, সরকারের সার্বিক সহযোগিতা, তৌহিদী জনতার সমর্থন ও দোয়া। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, অধ্যাপকমণ্ডলী ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সুরত-সিরত-লেবাস-পোশাক দেখলে যদি একজন সাধারণ মুসলমান বুঝতেই না পারে ইনি কি মুসলমান না অন্য কিছু তাহলে এ দুঃখ এ দেশের তৌহিদী জনতা কার কাছে ব্যক্ত করবে? তবে আল্লাহর লাখ শোকরিয়া যখন দেখি ভিসির চেয়ারে বসে আছেন একজন মর্দে মুমিন, যার মাথায় টুপি, মুখে দাড়ি, গায়ে সুন্দর শেরওয়ানি, কোন দল বা মতের উর্ধ্বে উঠে ভূমিকা রাখতে যিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তখন মনে পড়ে আশির দশকের পুলিশের বুলেট, লাঠির আঘাত ও জেলজুলুম ভোগ করে জীবনবাজি রেখে এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করে জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটানোর যে ঘোষণা দিয়েছিলাম তার কিছুটা হলেও বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে। সরকার ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কোন ভয় নেই। বার কোটি তৌহিদী জনতার দেহ, মন-মানসিকতা, নিয়ত ও দৃষ্টি সব কিছু তাদের সঙ্গে রয়েছে। আল্লাহর রহমত কামনা, তার ওপর তাওয়াককুল, অবিরাম কর্মতৎপরতা ও কোটি কোটি মানুষের আন্তরিক দোয়াই হবে এ অগ্রযাত্রার পাথেয়।

মাওলানা একেএম মাহবুবুর রহমান
মুহাদ্দিস মদীনাতুল উলুম কামিল মাদ্রাসা, তেজগাঁও, ঢাকা